২৬/৮/২০০৭

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৭২... কলাম ...৬...

কোনদিকে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

খাবার, আবাস, পরিবহনসহ অন্তহীন সমস্যা নিয়েই চলছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছিল সাধারণ ছাত্রদের ওপর রাজনৈতিক নেতাকর্মী আর ক্যাডারের উৎপাত। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। ১৩ জুলাই রাত থেকে ক্যাম্পাস দখল করল পুলিশ। সাধারণ ছাত্রদের পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে নিজ ক্যাম্পাসে চলাফেরা করতে হয়। যে কোন সময় কার্ড দেখাতে হয় পুলিশকে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের এমন কোন পরিচয়পত্র নেই। অহরহ তাদের পুলিশ হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ক্ষমতা বদলের সন্ধিক্ষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ক্যাম্পাসে যেন নিজভূমে পরবাসী। আর সংস্কৃতি প্রেমিকদের টিএসসিকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড গেল বন্ধ হয়ে। দিনের ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মিছিল-সমাবেশ, পুলিশের সতর্ক প্রহরা। ছাত্রছাত্রী শূন্য ক্যাম্পাস। রাতের ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয় ভুতুড়ে পরিবেশ। যানবাহনের চলাচল নেই। সন্ধ্যা নামার পর থেকে মানুষের চলাচলও বন্ধ হয়ে পড়ে। আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারদের সশস্ত্র মহড়ায় আতঙ্কিত সাধারণ ছাত্ররা। দিনে জোর করে নিয়ে যায় মিছিলে। আর রাতে বাধ্য করে রাত জেগে হল পাহারা দিতে। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ ছাত্ররা হল ছাড়তে কাঁকর মিশ্রিত চালের ভাত ছাত্রছাত্রীদের খাবারে অনীহা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে খাবারের মধ্যে টিকটিকি, তেলাপোকা কেঁচো পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু হলে একবার তো ডালের মধ্যে পাওয়া গেল আস্ত ইঁদুর। এর কারণ জানতে চাইলে একটিই উত্তর 'ক্যাডাররা ফাও খায় বলে পুষিয়ে নিতেই বাধ্য হয়ে এ কাজ করি।'

খাবার সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে আবাসিক সমস্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। তিনটি ছাত্রী হলসহ মোট ১৪টি হলে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দ্বিগুণেরও বেশি ছাত্রছাত্রী হলগুলোতে থাকছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে যুক্ত থাকতে হয় কোন একটি হলে। কোন হলের যুক্ত অধিকাংশ ছাত্র বা ছাত্রী হলে থাকার সুযোগ পায় না। ছাত্র হলগুলোতে কর্তৃপক্ষের অনুমতির বাইরেও প্রচুর ছাত্র থাকে। মূলত এসব হলে থাকা না থাকার বিষয়টি নির্ভর করে ছাত্র নেতাকর্মী ও ক্যাডারদের ওপর। হলের কক্ষগুলোতে আছে ডাবলিং, ট্রিপলিং ও ফ্লোরিং সিস্টেম। আছে গণরুম। এসব রুমে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। নেই নিশ্চিন্ত ঘুমানোর ব্যবস্থাও। প্রতিটি হলে রয়েছে আলাদা লাইব্রেরি যা ছাত্রছাত্রীর তুলনায় যথেষ্ট নয়। এসব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ছাত্রী হলে নির্দিষ্ট সময়ে কেউ এলে ডেকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও তা ঠিকমতো করা হয় না বলে অভিযোগ আছে। ছাত্র হলে এ ব্যবস্থা নেই। বাইরে তাদের যোগাযোগ

ভার্সিটির হলে হলে পুলিশের নিষ্ফল তল্লাশি

শুরু করে। এরপর গত ২৯ জুলাই থেকে শুরু হয় লাগাতার ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ দু-তিনদিনের পরীক্ষা স্থগিত করে। পরীক্ষার্থীরা বাধ্য হয় হলে থাকতে, যেন পরীক্ষা মিস না হয়। মাঝে তিন দিনের জন্য খুলেছিল ক্যাম্পাস। গত শুক্রবার জিয়া হলে ফিরোজ নামের এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত হওয়ার পর আবার শুরু হয় লাগাতার ধর্মঘট। অচলাবস্থা নিরসনের সম্ভবনা ক্ষীণ দেখে কর্তৃপক্ষ এবার পরীক্ষা স্থগিতের সময়সীমা তিনদিন থেকে সাতদিন করেছে। সমঝোতা না হলে হয়তো নির্বাচন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেননা ক্ষমতা বদলের আগে পরিস্থিতি উন্নতির কোন সম্ভবনা নেই। এ অচলাবস্থার একদিন হয়তো সমাধান হবে। কিন্তু খাবার, পরিবহনে, আবাসনসহ অন্যান্য অন্তহীন সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বাজারের সস্তা তরকারি কি এটা বুঝতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্টিনই যথেষ্ট। শুধু সস্তাই নয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের খাদ্যদ্রব্য কেনা হয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য। খাবার পরিবেশন করা হয় পচাবাসি, দুর্গন্ধময় পরিবেশে। কেন্টিনের খাবার পরিবেশন করা হয় প্লাস্টিকের থালা, বাটি ও গ্লাসে যা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। হলের ডালের সঙ্গে নদীর ঘোলা পানিরই তুলনা চলে। তরকারির বাটিতে পাতলা ঝোল ও কয়েক টুকরো ছোট তরকারির মধ্যে মাছ বা মাংসের টুকরাটি খুঁজে পাওয়া [illegible] রীতিমতো [illegible] ব্যাপার। দুর্গন্ধময় ও [illegible]

করতে হলে ফোন করতে হয়। হলগুলোতে মান্ধাতার আমলের কার্ডফোনগুলো বিকল হয়ে আছে। কোন কোন হলে এসেছে ব্যয়বহুল কার্ডফোন। হলগুলোতে বিনোদনের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। কর্তৃপক্ষ বিশাল হলে ৪/৫টি করে দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা করে সব ছাত্রের জন্য। একারণে প্রতিটি কক্ষে ছাত্রছাত্রীরা নিজ ব্যবস্থাপনায় দু-একটি পত্রিকা রাখে। টিভি রুমের চ্যানেল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেন ক্যাডাররা। টিভি রুম, পেপার রুম, ডাইনিং, কেন্টিন, লাইব্রেরি ও গেস্ট রুমে বসার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। ভাঙাচোরা চেয়ারগুলোতে আছে ছারপোকার নিরাপদ বসবাস। আবাসিক হলে সবচেয়ে বিরক্তিকর স্থান এর টয়লেটগুলো। অন্ধকার, দুর্গন্ধময়, ভাঙা বেসিন, ভাঙা আয়না। নাক চেপে হাতমুখ ধোয়া, গোসলসহ প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়। হলের এই অপর্যাপ্ত সুবিধাটুকুও যারা পায় না তাদের দূর-দূরান্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এক হিসাবে দেখা গেছে, অনাবাসিক ২৫০ ছাত্রছাত্রীর জন্য বাসের একটি সিট বরাদ্দ থাকে। তাও আবার এসব সিটের বেশিরভাগই দখল করে নেয় বিশবিদ্যালয়ের অনাবাসিক কর্মচারীরা। সারাদেশ থেকে মেধাবি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশের [illegible] যথাযথ বিকাশ ঘটে না।

● ফয়জুল্লাহ মাহমুদ/[illegible]